গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

দপ্তর/সংস্থার নাম: বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত_উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ক্রমিক নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
১.	**ই-রিক্রুটমেন্ট সিস্টেম (e-Recruitment System)**	২০১৭-১৮ অর্থবছরের সবচেয়ে ফলপ্রসূ উদ্ভাবন হলো ই-রিক্রুটমেন্ট সিস্টেম। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং এর আওতাধীন বিভিন্ন প্রকল্পে নিয়মিত জনবল নিয়োগ করা হয়ে থাকে। এই সিস্টেমের মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়াকরণ হওয়ায় আবেদনকারী এবং নিয়োগ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ উভয়েই সুবিধা পাচ্ছে। আবেদনকারীগণ এই সিস্টেমে সরাসরি লগ-ইন করে আবেদন করতে পারছেন। এতে করে পৃথকভাবে কাগজে বা হার্ডকপিতে আবেদন করার প্রয়োজন হচ্ছে না। ফলে পোস্টাল বা কুরিয়ার চার্জ যেমন সাশ্রয় হচ্ছে তেমনি সরাসরি অফিসে এসে আবেদন জমা দেয়ার জন্য সময় ও অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে না। পরীক্ষার প্রবেশপত্রের জন্যও অপেক্ষা করতে হচ্ছে না। আবেদনকারী সরাসরি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	http://eservice.bba.gov.bd/recruitment/	

Abir 13.10.22

মোঃ আবীর হোসেন
সহকারী প্রোগ্রামার
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা।

		প্রবেশপত্র ডাউনলোড করে নিতে পারছেন। কঅন্যদিকে আবেদন যাচাই-বাছাই এবং প্রক্রিয়াকরণের জন্য নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের যে সময় ও জনবলের প্রয়োজন হতো তা আর প্রয়োজন হচ্ছে না। ই-রিক্রুটমেন্ট সিস্টেম ব্যবহারের ফলে অনেক কম সময়েই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছেএই সফটওয়্যারের মাধ্যমে অদ্যবধি এক লক্ষের অধিক চাকরি প্রার্থী চাকরির আবেদন সম্পন্ন করেন।				
২.	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা	সেবা প্রত্যাশী জনসাধারণ যাতে সহজেই তাদের অভিযোগ বা মতামত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানাতে পারে এজন্য সেতু বিভাগ এবং এর অধীনস্থ সংস্থা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে Grievance Redress System (GRS) সংযোজন করা হয়েছে। জনসাধারণ অনলাইনে খুব সহজেই এর মাধ্যমে তাদের অভিযোগ/ মতামত/ পরামর্শ জানাতে পারছে। ব্যবহারকারী এই সিস্টেমে লগ-ইন করে রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে তার অভিযোগ বা পরামর্শ জানাতে পারবেন। রেজিস্ট্রেশনের সময় ই-মেইল এ্যাড্রেস বা মোবাইল ফোন নম্বর দিয়ে থাকলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার ই-মেইল এ্যাড্রেস এবং মোবাইল ফোনে সফলভাবে অভিযোগ/পরামর্শ দাখিল সংক্রান্ত একটি মেসেজ পৌঁছে যাবে। তেমনি পরবর্তীতে তার দাখিলকৃত অভিযোগ কর্তৃপক্ষের নিকট নিষ্পত্তির কোন পর্যায়ে রয়েছেন তাও দেখতে পারবেন। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অভিযোগটি নিষ্পত্তি হওয়ার পর তিনি আরেকটি মেসেজ পাবেন।	হ্যাঁ	হ্যাঁ	http://site.bba.gov.bd/grs/	
৩.	বঙ্গবন্ধু সেতুতে ইলেক্ট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) চালুকরণ	বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্ব ও পশ্চিম টোল প্লাজায় গত ১৫ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখে পাইলটিং এর উদ্দেশ্যে ১টি করে ফাস্ট ট্র্যাক Electronic Toll Collection (ETC) লেন চালু করা হয়। বর্তমানে সেতুর উভয় প্রান্তে ৭টি করে মোট ১৪টি টোল কালেকশন বুথ রয়েছে। প্রতিদিন গড়ে ১৬-১৭ হাজার যানবাহন এ সেতু ব্যবহার করে থাকে। এ যানবাহনের পরিমাণ প্রতিবছর গড়ে ৮-১০% বৃদ্ধি পায়। প্রতিদিন গড়ে ১ কোটি ৬০	হ্যাঁ	হ্যাঁ	নিজস্ব নেটওয়ার্কে চলমান সেবা। লিংকঃ	

Asir 13.10.22

মোঃ আবীর হোসেন
সহকারী প্রোগ্রামার
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা।

		লাখ টাকা টোল আদায় হয়ে থাকে।এত ব্যাপক সংখ্যক গাড়ী হতে টোল আদায় করতে গিয়ে কোনো কোনো লেনে প্রায়ই ৩-৪টি গাড়ির লাইন তৈরী হয়ে যায়। এছাড়া বিভিন্ন উৎসবে গাড়ীর সংখ্যা যখন ৫০ হাজার ছাড়িয়ে যায় তখন লেনে গাড়ির লাইন অনেক দীর্ঘ হয়ে যায়। ফাস্ট ট্র্যাক লেন ব্যবহার করে টোল প্লাজায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে গাড়ী পারাপার করা সম্ভব হচ্ছে। ডাচ-বাংলা ব্যাংক লিঃ এর নেক্সাস-পে অথবা রকেট একাউন্ট এর টোল কার্ড ব্যবহার করে উক্ত সুবিধাটি পাওয়া যায়। সুবিধাটি পেতে গাড়ীর নম্বরটি টোল কার্ডের সাথে ডাচ-বাংলা ব্যাংক এর যেকোন শাখা, ফাস্ট ট্র্যাক বা নেক্সাস-পে থেকে রেজিস্ট্রেশন করে টোল কার্ডের প্রয়োজনীয় ব্যালেন্স নিশ্চিত করা হয়। আর সহজেই ব্যবহারকারীর গাড়িতে বিদ্যমান সচল ও কার্যকর Radio-Frequency Identification (RFID) ট্যাগের মাধ্যমে টোল প্রদান করা যায়। নগদ টাকা প্রদানের জন্য কাউকে টোল প্লাজায় এক মুহূর্তও অপেক্ষা করতে হয় না; অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ও বাধাহীনভাবে ফাস্ট ট্র্যাক লেন ব্যবহার করে যানবাহনসমূহ টোল প্লাজা অতিক্রম করতে পারে।			\\192.168.3.5:5/BB	
৪.	অনলাইন অভিজ্ঞতা সনদ ভেরিফিকেশন সিস্টেম	অনলাইন অভিজ্ঞতা সনদ ভেরিফিকেশন সিস্টেমের মাধ্যমে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানসমূহকে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ হতে ইস্যুকৃত অভিজ্ঞতা সনদ অনলাইনে যাচাই করা যায়। এতে দরপত্র আহবানকারীর দরপত্র মূল্যায়নে সময় ও খরচ সাশ্রয় হয়।	হ্যাঁ	হ্যাঁ	https://eservice.bba.gov.bd/certificates	
৫.	সেতু ভবনে আগত দর্শনার্থীদের জন্য অনলাইন প্রবেশ পাশ চালুকরণ	২০১৭-১৮ অর্থবছরে সেতু বিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং এর অধীনস্থ বিভিন্ন প্রকল্প অফিসে দর্শনার্থীদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ এবং নিরাপত্তার স্বার্থে online entry pass ইস্যুর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ব্যবস্থায় অনুমোদিত কর্মকর্তাগণ দাপ্তরিক বা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে সেতু ভবনে আগমনেচ্ছু ব্যক্তিদের নামে অনলাইন পাশ ইস্যু করে থাকেন।	হ্যাঁ	হ্যাঁ	https://eservice.bba.gov.bd/gatepass/	

Abir 13.10.22

মোঃ আবীর হোসেন
সহকারী প্রোগ্রামার

		ইস্যুকৃত পাশ অনলাইনে সেতু ভবনের রিসেপশনে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারীদের কাছে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পৌঁছে যায়। এই পাশ যাচাই করে দর্শনার্থীদের ভিতরে প্রবেশ করতে দেয়া হয়। অন-লাইনে পাশ ইস্যুর ব্যবস্থা হওয়ায় কর্মকর্তাগণ খুব সহজেই ও দ্রুততার সাথে পাশ ইস্যু করতে পারছেন। এই পাশ রিসেপশনে পৌঁছানোর জন্য কোন বাহকের প্রয়োজন হচ্ছে না। এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে দর্শনার্থীদের সেতু ভবনে প্রবেশের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলাও বৃদ্ধি পেয়েছে।				
৬.	**সচিব/নির্বাহী পরিচালকের দৈনন্দিন কর্মসূচী সফ্টওয়্যার চালুকরণ**	ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে তথ্যসেবা সহজিকরণ এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ চালু করেছে সফটওয়্যার এর মাধ্যমে সচিব/নির্বাহী পরিচালকের দৈনন্দিন কর্মসূচি ওয়েবসাইটে প্রদর্শন। পূর্বে কর্মসূচি তৈরি হলেও বাহির থেকে দেখা সম্ভব ছিল না কিন্তু সেবাটি চালু হওয়ার ফলে বাহির থেকে জনগণ এখন সচিব/নির্বাহী পরিচালকের দৈনন্দিন যেকোন স্থান থেকে কর্মসূচি দেখতে পারেন। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষে প্রতিদিন বিভিন্ন সরকারি, আধা সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন লোকজন নির্বাহী পরিচালকের সাথে সাক্ষাত করতে আসেন। পূর্বে অতিথিগণকে অনেক সময় অপেক্ষা করতে হত, বর্তমানে এই সফটওয়্যারটি চালু হওয়ার ফলে অতিথিগণ কাযসূচি একসাথে হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকত কিন্ত বর্তমানে ওভারলেপিং এর সম্ভাবনা নেই। এটি ২০২০-২১ অর্থ বছরের চালূকৃত উদ্ভবনী উদ্যোগের একটি।	হ্যাঁ	হ্যাঁ	http://eservice.bba.gov.bd/program/	
৭.	**বিবিএ ই-স্টোর ম্যানেজমেন্ট**	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের দাপ্তরিক কাজে ব্যবহৃত সকল প্রয়োজনীয় সামগ্রী (যেমনঃ স্টেশনারি, গ্রোসারি, আইসিটি সংক্রান্ত যন্ত্রাংশ ইত্যাদি) বিবিএ স্টোর হতে প্রদান করা হয়ে থাকে। প্রথাগত স্টোর ম্যানেজমেন্ট অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ। বিবিএ ই-স্টোর ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার ব্যবহার করে স্টোর ম্যানেজ করা অনেক সহজ এবং সময় সাশ্রয়ী। অনলাইন ও ক্লাউড ভিত্তিক হওয়ায় এটি অধিক নিরাপদ এবং ফ্লেক্সিবল। এই পদ্ধতিতে সেবাগ্রহিতার শুধুমাত্র একবার অনলাইন রেটিস্ট্রেশন এর মাধ্যমে লগইন করে	হ্যাঁ	হ্যাঁ	নিজস্ব নেটওয়ার্কে চলমান সেবা। লিংকঃ	

Abir 13.10.22

মোঃ আবীর হোসেন
সহকারী প্রোগ্রামার
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
সেতু ভবন, বনানী, ঢা

		চাহিদা প্রদান করতে পারে। দায়িত্বপ্রাপ্ত অ্যাডমিন সফটওয়্যারের মাধ্যমে স্টোরে মজুদ থাকা সাপেক্ষে যাচাই বাঝাই শেষে বরাদ্দ প্রদান করে। স্টোর হতে মালামাল বরাদ্দ হওয়ার সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট হেয় যাবে। কোনো পণ্য স্টোরে নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে কম মজুদ থাকলে অটো অ্যালার্ম অ্যাডমিন-এর কাছে চলে যাবে। ফলে উক্ত পণ্যটি পুনরায় মজুদকরণ সহজ হবে। এভাবে ২০২০-২১ অর্থবছরে গৃহীত বিবিএ ই-স্টোর ম্যানেজমেন্ট উদ্যোগটি অফিস অটোমেশনের অংশ হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে।			\\192.168.3.7:7/S	
৮.	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ভেহিকেল ট্রাকিং সিস্টেম	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষে ব্যবহৃত সকল যানবাহন এই সিস্টেমের মাধ্যমে ট্রাকিং করা হয়। এতে যানবাহনের সকল তথ্যাদি নির্ভুলভাবে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা যায়।সিস্টেম হতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন বিল পরিশোধ করা হয়।	হ্যাঁ	হ্যাঁ	নিজস্ব নেটওয়ার্কে চলমান সেবা। লিংকঃ \\192.168.3.15:1/VTS	
৯.	বঙ্গবন্ধু সেতুতে ওজন স্টেশন স্থাপন ও ই-টিকেটিং	বঙ্গবন্ধু সেতুতে যাতে অতিরিক্ত ওজন বাহী যানবাহন সেতুর কোনো ক্ষতি করতে না পারে সে জন্য সেতুতে প্রবেশের পূর্বে দুই পাশে তিনটি করে মোট ছয়টি ওয়ে স্কেল বসানো হয়েছে। ওয়ে স্কেল গুলোকে লো স্পিড মোশন ওয়ে স্কেল বলা হয় এতে গাড়ির গতি থাকে ৪-১০ কিমি/ঘন্টা। ওয়ে স্কেল ব্যবস্থার সাথে ই-টিকিটিং এবং স্টেক ইয়ার্ডের সংযোগ রয়েছে।কত এক্সলের গাড়ি সর্বোচ্চ কতটুকু মালামাল পরিবহন করতে পারে তা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পূর্ব অনুমোদিত রয়েছে। প্রথমে যখন একটি ট্রাক ওজন স্টেশনের প্লাটফর্মের কাছে আসে তখন ওজন স্টেশনের অপারেটর ট্রাকের রেজিস্টেশন নাম্বারটি সফটওয়্যারে ইনপুট দিয়ে থাকে। ওজন পরিমাপক মেশিন ওজন পরিমাপ করে তার ডাটা সফটওয়্যারে পাঠিয়ে দিয়ে থাকে। তখন কোন গাড়ির ওজন	হ্যাঁ	হ্যাঁ	বঙ্গবন্ধু সেতুতে ওজন স্টেশন স্থাপন ও ই-টিকেটিং ব্যবস্থায় সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার একসাথে স্থাপন করা হয়েছে।	

Abir 13.10.22

মোঃ আবীর হোসেন
সহকারী প্রোগ্রামার
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা।

		যদি সঠিক থাকে তবে তার জন্য অটোমেটিক প্রিন্ট করা সবুজ টিকিট বের হবে এবং সেই গাড়িকে একটা আরএফআইডি(RFID) কার্ড দেওয়া হয়ে । সেই আরএফআইডি(RFID) কার্ডটি ওজন স্টেশন থেকে ১০০ মিটার দূরে স্থাপিত ব্যাক পয়েন্টে কার্ডটি পাঞ্চ করে টোল প্লাজাতে যেয়ে টোল দিয়ে সেতু পার হবার অনুমতি পেয়ে থাকে। আর যে সমস্ত গাড়ি অতিরিক্ত ওজন বহন করবে তাঁদের সময় অটোমেটিক লাল কালারের টিকিট প্রিন্ট হবে এবং সেই গাড়ি গুলোকে সেতু পার হতে দেওয়া হবে না । গাড়ি গুলোকে তখন ওজন কমানোর জন্য স্টেক ইয়ার্ডে পাঠানো হয়। স্টেক ইয়ার্ডে প্রবেশের সময় ৫০ টাকা স্টেক ইয়ার্ডে ফি দিয়ে গাড়ি গুলোকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়। অতিরিক্ত ওজনবাহী গাড়িগুলো তখন তাঁদের অতিরিক্ত মালামাল গুলো খালাস করে পুনরায় ওজন স্টেশনে প্রবেশ করে।যখন ওজন সঠিক হয় তখন সেতু পারাপারের অনুমতি পেয়ে থাকে।				
১০.	সেতু ভবনের প্রবেশদ্বারে ফেস রিকগনিশন এন্ড টেম্পারেচার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালুকরণ	COVID-19 মহামারি মোকাবেলায় মাস্ক পরিধান ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা অত্যাবশ্যক। সেতু ভবনে আগত কর্মকর্তা-কর্মচারী ও দর্শনার্থীদের দেহের তাপমাত্রা পরিমাপও জরুরী। সেতু ভবনে ইতোপূর্বে ব্যবহৃত বায়োমেট্রিক অ্যাক্সেস কন্ট্রোল সিস্টেমটিতে আঙ্গুলের ছাপ ও ৩ ইঞ্চি দূর হতে কার্ডের মাধ্যমে উপস্থিতি গ্রহণ করা হতো যাতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা সম্ভব হতো না। এক্ষেত্রে স্পর্শবিহীন অ্যাক্সেস কন্ট্রোল সিস্টেম অত্যন্ত সহায়ক। এমতাবস্থায়, অফিসের স্বাভাবিক কাজকর্ম ও নিয়মকানুন চালু রাখার জন্য ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রথমবারের মতো সেতু ভবনের প্রবেশদ্বারে অ্যাক্সেস কন্ট্রোল সিস্টেম উইথ ফেইস রিকগনিশন ও টেম্পারেচার মেজারমেন্ট সিস্টেম চালু করা হয়। এই সিস্টেমে ২-৩ ফুট দূরত্ব বজায় রেখে চেহারা চিহ্নিত করণের মাধ্যমে উপস্থিতি গ্রহণ করা সম্ভব হয় ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে দরজা খুলে যায়।। মাস্ক পরিধান না করলে সিস্টেমটি সতর্কীকরণ বার্তাসহ সংকেত প্রদান করে ও দরজা বন্ধ অবস্থায় থাকে। এছাড়া এতে দেহের তাপমাত্রা পরিমাপের সুযোগ রয়েছে। এছাড়া শরীরের তাপমাত্রা ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস অতিক্রম করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সতর্কবার্তা বেজে উঠবে ও দরজা উন্মুক্ত হবে	হ্যাঁ	হ্যাঁ	নিজস্ব নেটওয়ার্কে চলমান সেবা। লিংকঃ \\192.168.3.15:8888	

Aben 13.10.22

মোঃ আবীর হোসেন
সহকারী প্রোগ্রামার
...দেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
...নানী, ঢাকা।

		না। এতে স্বাস্থ্য সচেতনতা ও ব্যক্তিগত সুরক্ষা তথা সামগ্রিক অফিসের সুরক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কোভিড সংক্রমণের ঝুঁকি হ্রাস পেয়েছে।				
১১.	বিদ্যুৎ ব্যয় সাশ্রয়ের লক্ষ্যে সেতু ভবনে **Motion Detection Sensor** স্থাপন	বিদ্যুৎ ব্যয় সাশ্রয়ের লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে সেতু ভবনে Motion Detection Sensor স্থাপন করা হয়েছে। সেতু ভবনে প্রতিদিন লাইট সিস্টেম ব্যবহার করে অফিস চালনা করতে হয়। অফিসে ম্যানুয়াল পদ্ধতি ব্যবহার করে বারবার লাইট অন-অফ করার প্রয়োজন হয়। ব্যস্ততা অথবা ভুলে অনেক সময় লাইট অন রেখেই অনেকে অফিস কক্ষ ত্যাগ করে থাকেন। ফলে মাস শেষে অত্যধিক বিদ্যুৎ বিল আসে। Motion Detection Sensor স্থাপন করার ফলে সেতু ভবনে বিদ্যুৎ বিল আনুমানিক ৩৫% সাশ্রয় হয়েছে। অপ্রয়োজনীয় বিদ্যুতের অপচয় রোধে Motion Detection Sensor গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।	হ্যাঁ	হ্যাঁ	এটি একটি উদ্ভাবনী ধারণা হিসেবে বাস্তবায়িত। এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন ওয়েবসাইটের ইনোভেশন কর্ণারে রয়েছে।	
১২.	**Online Toll Collection System of Bangabandhu Bridge**	যমুনা নদীর উপর নির্মিত বাংলাদেশের দীর্ঘতম বঙ্গবন্ধু সেতুর অনলাইন টোল কালেকশন সিস্টেমটি মূলত ৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী (মুক্তারপুর) সেতুর Real-time Digital Toll Collection System-এর রেপ্লিকেশন। সিস্টেমটি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাস্তবায়ন করা হয়। এই ব্যবস্থায় যানবাহন সেতু পারাপারের জন্য টোল প্লাজায় উপস্থিত হলে প্রথমে যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন নম্বরটি সিস্টেমে এন্ট্রি দেয়া হয়। এই সিস্টেমটি সরাসরি বিআরটিএ-এর database-এর সাথে সংযুক্ত থাকায় যানবাহনটির প্রকৃত শ্রেণীসহ বিস্তারিত তথ্য সিস্টেমে প্রদর্শিত হয়। সিস্টেমে প্রদর্শিত শ্রেণী এবং তথ্য অনুযায়ী যানবাহনটির টোল হার নির্ধারিত হয় এবং সে অনুযায়ী টোল আদায় করা হয়। টোল পরিশোধিত হলে সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সম্মুখের প্রতিবন্ধকটি সরিয়ে যানবাহনটিকে সেতু পারাপারের জন্য যেতে দেয়। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হতে মাত্র ১০-১২ সেকেন্ড সময় প্রয়োজন হয়। পরিশোধিত টোলের পরিমাণসহ টোল আদায় সংক্রান্ত সকল তথ্য সিস্টেমে সংরক্ষিত হয়। টোলের অর্থ নির্দিষ্ট ব্যাংকে জমা করা হয়। টোল আদায়ের	হ্যাঁ	হ্যাঁ	নিজস্ব নেটওয়ার্কে চলমান সেবা। লিংকঃ \\192.168.3.9:1/BBTS	

Abir 13.10.22

মোঃ আবীর হোসেন
সহকারী প্রোগ্রামার
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
বনানী, ঢাকা।

		মোট পরিমাণ, কোন শ্রেণীর যানবাহন হতে কি পরিমাণ টোল আদায় হয়েছে ইত্যাদি তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে সিস্টেমে প্রদর্শিত হয়।				
১৩.	বঙ্গবন্ধু সেতুতে Automatic Vehicle Counter and Traffic Analyzer স্থাপন	২০১৯-২০ অর্থবছরে টোল আদায়ে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ডিজিটাল সেবার অংশ হিসেবে সেতু বিভাগের অধীন টাংগাইলস্থ বঙ্গবন্ধু সেতুতে Automatic Vehicle Counter and Traffic Analyzer নামের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন একটি সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত সিস্টেমটি ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখ হতে চলমান রয়েছে। বঙ্গবন্ধু সেতুর টোল আদায় কাজে ব্যবহৃত সিস্টেমে সঠিকভাবে প্রতিটি গাড়ির টোল আদায় হচ্ছে কিনা সেটি যাচাইয়ের জন্য গাড়ীর সংখ্যা নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে বর্তমান সিস্টেমের সমান্তরালে টোলের লেনগুলিতে Automatic Vehicle Counter and Traffic Analyzer সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। সিস্টেমটি একটি ভিডিও ভিত্তিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন সিস্টেম যা ভিডিও রেকর্ড সিস্টেমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংরক্ষিত হয়। সিস্টেমটি সেতুর উভয় পাড়ে স্থাপন করা হয়েছে। সিস্টেমটি বাস্তবায়নের ফলে টোল অপারেটর কর্তৃক গণনাকৃত গাড়ির সাথে এই সিস্টেমের গাড়ির গণনা মেলানোর সুযোগ আছে। ফলে টোল আদায় সিস্টেমের মাধ্যমে আদায়কৃত টোলে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। টোল প্রদানকারী সকল ব্যক্তি এ থেকে উপকার পাচ্ছেন।	হ্যাঁ	হ্যাঁ	নিজস্ব নেটওয়ার্কে চলমান সেবা। লিংকঃ \\192.168.3.12:1/VC	
১৪.	**উৎসে আয়কর ও ভ্যাট পরিশোধের প্রত্যয়নপত্র অনলাইনে প্রদান**	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন ঠিকাদার বা সেবা প্রদানকারীর অনুকূলে পরিশোধিত বিল হতে বিধি অনুযায়ী উৎসে আয়কর ও ভ্যাট কর্তন করা হয়। উক্ত আয়কর ও ভ্যাট চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়ে থাকে। আয়কর ও ভ্যাট পরিশোধের প্রমাণস্বরূপ ঠিকাদার বা সেবা প্রদানকারীকে প্রত্যয়নপত্র প্রদান করা হয়। এই প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহের জন্য তাদের একাধিকবার অফিসে আসতে হয়। একাধিকবার অফিসে যাতায়াত করতে তাদের সময় ও অর্থ ব্যয় হয়।	হ্যাঁ	হ্যাঁ	নিজস্ব নেটওয়ার্কে চলমান সেবা। লিংকঃ \\192.168.3.8:8/MCS	

13.10.22

মোঃ আবীর হোসেন
সহকারী প্রোগ্রামার

		ঠিকাদার বা সেবা প্রদানকারীগণ যাতে সহজেই এই সেবা পেতে পারেন সেজন্য ২০১৭-১৮ অর্থবছর হতে ERP Software ব্যবহার করা হচ্ছে। এই সফটওয়্যারের দ্বারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রত্যয়নপত্র প্রস্তুত করে ই-মেইলের মাধ্যমে সরাসরি ঠিকাদার বা সেবা প্রদানকারীর নিকট প্রেরণ করা হয়। এই ব্যবস্থার ফলে তাদের অর্থ ও সময় ব্যয় করে প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহের জন্য অফিসে আসতে হচ্ছে না।				
১৫.	ই-নথি চালুর চালুর পূর্বে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষে ব্যবহৃত পুরাতন সকল নথি অনুবিভাগ ভিত্তিক ডিজিটালাইজড পদ্ধতিতে সংরক্ষণ	ই-নথি চালুর চালুর পূর্বে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষে ব্যবহৃত পুরাতন সকল নথি অনুবিভাগ ভিত্তিক ডিজিটালাইজড পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে কাগজের ব্যবহার অনেকাংশে কমিয়ে আনা হয়েছে। এছাড়া জরুরি কাগজ সংরক্ষণ সহজতর হচ্ছে। এ সংক্রান্ত অফিস আদেশ জারি করা হয়েছে।	হ্যাঁ	হ্যাঁ	নিজস্ব নেটওয়ার্কে চলমান সেবা। লিংকঃ \\192.168.3.8:8/MCS	
১৬.	সেতু ভবনের ওএন্ডএম এ নিয়োজিত অপারেটরদের ওভারটাইম বিল প্রদান	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষে কর্মরত ওএন্ডএম (অপারেশন এন্ড মেইনটেন্যান্স) অপারেটরদের হাজিরা টিপসই নামক ডিজিটাল সিস্টেমের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়। এই ডিজিটাল সিস্টেম হতে প্রাপ্ত ডাটা ম্যানেজমেন্ট কন্ট্রোল সিস্টেম সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে অভার টাইম বিল প্রস্তুত করা হয়। এতে অর্থ ও সময় সাশ্রয় হয়েছে এবং আর্থিক সচ্ছতা অধিকতর নিশ্চিত হয়েছে।	হ্যাঁ	হ্যাঁ	নিজস্ব নেটওয়ার্কে চলমান সেবা। লিংকঃ \\192.168.3.8:8/MCS	
১৭.	সচেতনতামূলক পোস্টার	লিফটের পরিবর্তে সিঁড়ির ব্যবহারকে উৎসাহিত করতে "Burn Calories, Not Electricity" স্লোগানসহ একটি পোস্টার মুদ্রণ করা হয়েছে। লিফটের পরিবর্তে সিঁড়ির	হ্যাঁ	হ্যাঁ	সেতু ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরের ডিসপ্লেতে	

Abeer 13.10.22

মোঃ আবীর হোসেন
সহকারী প্রোগ্রামার
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা।

		ব্যবহার যেমন বিদ্যুৎ সাশ্রয় করে তেমনি কায়িক পরিশ্রম শরীরকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হওয়ায় এই অভ্যাস পরোক্ষভাবে পরিবেশ বান্ধবও বটে।			নিয়মিত প্রচার করা হয়।	
১৮.	শেয়ারড ফোল্ডার (Shared Folder)	বিভিন্ন ধরণের ডকুমেন্টের soft copy সহজে আদান-প্রদানের লক্ষ্যে সেতু বিভাগের LAN server-এ একটি share folder সৃজন করা হয়েছে। এই ফোল্ডারে বিভিন্ন উইং এর নামে পৃথক ফোল্ডার রয়েছে। প্রয়োজনীয় সকল ডকুমেন্ট এবং খসড়া এসব ফোল্ডারে প্রয়োজনানুসারে সংরক্ষণ করা হয়। কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ সহজেই তাদের প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট এই ফোল্ডারের মাধ্যমে শেয়ার করতে পারেন। নিয়মিত সভার নোটিশ, কার্যপত্র, কার্যবিবরণী, প্রতিবেদন এই ফোল্ডারের মাধ্যমে শেয়ার করা হয়। এতে কাগজ ও প্রিন্টিং এর কালি/টোনার সাশ্রয় হচ্ছে।	হ্যাঁ	হ্যাঁ	নিজস্ব নেটওয়ার্কে চলমান সেবা। লিংকঃ \\192.168.3.4	
১৯.	ইউজড্ পেপার রিসাইক্লিং বক্স	অনেক সময় আমরা কাগজের কেবলমাত্র একটি পৃষ্ঠাই ব্যবহার করে থাকি। ফলে অন্য পৃষ্ঠাটি অব্যবহৃত থেকে যায়। কাগজের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে সেতু বিভাগে 'ইউজ্ড পেপার রিসাইক্লিং বক্স' প্রবর্তন করা হয়েছে। কেবলমাত্র একটি পৃষ্ঠা ব্যবহার করা হয়েছে এমন কাগজগুলো এই বক্সে জমা রাখা হয়। খসড়া প্রিন্টিং এবং অন্যান্য কাজে এই বক্সের কাগজ ব্যবহার করা হয়। ব্যবহারের সুবিধার্থে সেতু ভবনের প্রতিটি ফ্লোরে central LAN printer এর কাছে এই 'ইউজ্ড পেপার রিসাইক্লিং বক্স' গুলো স্থাপন করা হয়েছে। এতে করে যেমন কাগজের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে তেমনি কাগজের ব্যবহারও হ্রাস পেয়েছে।	হ্যাঁ	হ্যাঁ	সেতু ভবনের বিভিন্ন ফ্লোরে ব্যবহৃত হচ্ছে।	
২০.	আইডিয়া বক্স	সেতু বিভাগ এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ যাতে নির্দ্বিধায় তাদের ইনোভেটিভ আইডিয়া কর্তৃপক্ষের সাথে শেয়ার করতে পারেন এজন্য ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সেতু ভবনের বিভিন্ন ফ্লোরে 'আইডিয়া বক্স' স্থাপন করা হয়েছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	সেতু ভবনের বিভিন্ন ফ্লোরে 'আইডিয়া বক্স' স্থাপন করা হয়েছে।	

13.10.22

মোঃ আবীর হোসেন
সহকারী প্রোগ্রামার
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা।

		তাদের যে কোন আইডিয়া লিখে এই বক্সে ফেলতে পারেন। কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট সময় পরপর এসব আইডিয়া বক্স থেকে সংগ্রহপূর্বক যাচাই-বাছাই করে 'ইনোভেশন কমিটি'র সভায় উপস্থাপন করে থাকে।				
২১.	**ডিজিটাল স্ক্রিনের মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম প্রচার**	সেতু বিভাগাধীন সংস্থা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পসহ বিভিন্ন মেগা প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ চলমান রয়েছে। ভবনের মূল প্রবেশপথে স্থাপিত ডিজিটাল স্ক্রিনে এসকল প্রকল্পের চলমান কার্যক্রমের ভিডিওচিত্র প্রচারের মাধ্যমে জনসাধারণকে এই দপ্তরের কাজ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। ডিজিটাল স্ক্রিনটি এমনভাবে স্থাপন করা হয়েছে যাতে পথচারীগণ চলাচলের পথেই এসব ভিডিও চিত্র দেখতে পারেন।	হ্যাঁ	হ্যাঁ	সেতু ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরের ডিসপ্লেতে নিয়মিত প্রচার করা হয়।	

Abir 13.10.22

মোঃ আবীর হোসেন
সহকারী প্রোগ্রামার
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা